**Pratidhwani the Echo**
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.19-25*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শিব-উপাসনা ও শিবলিঙ্গ চর্চা: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ণ

**ড. স্বর্ণকমল গোস্বামী**
*রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract:***
*India is the altar of Indian pursuits and ancient culture carried on through the ages. In the discussion article, the tradition of this ancient and traditional religion and scriptures of India is presented. Asmudra Himachal differed in religious practice depending on the place and ritual, but the same sadhana and message are included in the same formula throughout Aryavarta. So are the characteristics of Indian Sadhana and culture. Besides, the dual mantra of Bharatatirtha is chanted at the meeting of religious practices and cultures of neighboring foreign and foreign countries. This message of sadhana and worship is indicative of the culture of India. A detailed and analytical overview of those aspects essayed in the discussion paper.*

**Keywords: shiva-upasana, shiva- linga, lingayet, jangam, Asiris, Aisis, lingapuran.**

## ভূমিকা:

"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

বহু বিরোধ ও বিচিত্রতার মধ্যেও ভারতবর্ষে একতার বাণী প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ- যে দেশের মাটিতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীসাধনা সার্থক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতামালা, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে- ভারতের এই চিরায়ত সাধনা ও আরাধনার যুগল মন্ত্র উচ্চারিত। বিভিন্ন ধর্ম-উপাসনাপদ্ধতি, উপাসনা ক্ষেত্র ও বিচিত্র উপাসনার ধারা সমূহে ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির পরিচিতি। এ দেশের চিরাচরিত ইতিহাসে এই ধারাবাহিক উপাসনা, ধর্মচর্চা-সংস্কৃতি ও আচার-অনুশীলনের রূপরেখাটি অত্যন্ত যুক্তিসম্মত ভাবে বিচার-বিশ্লেষণের আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে বহুস্থলে। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য কয়েকটি বেশ আকরগ্রন্থ-লিঙ্গপুরাণ, বামনপুরাণ, প্রাণতোষিণী, তন্ত্রসার, এছাড়া ভারতবর্ষিয় উপাসক সম্প্রদায় প্রবন্ধ গ্রন্থ। পাশ্চাত্যেও এ প্রসঙ্গে একাধিক মননশীল গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ আমাদের নজরে এসেছে যেমন উইলসন কৃত 'প্রাচীন মিশরের ইতিহাস', বান্স কেনেডি ও বকানন রচিত নানান গ্রন্থাবলী।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', ১ম ও ২য় খন্ড (১৮৭০, ১৮৮৩) মূলত হিন্দুদের প্রাচীন ও আধুনিক, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক, বৈদিক ও তান্ত্রিক, সদাচারী ও কদাচারী, ধর্ম ও অধর্ম --- এদেশীয় নানান উপাসক

সম্প্রদায়, তাঁদের উপাসনা ক্ষেত্র অক্ষয়কুমারের মননশীলতায় চিন্তাপ্রসূত গবেষণাধর্মী সৃজনশীল রচনার যথার্থ দৃষ্টান্ত। গ্রন্থটি রচনার নেপথ্যে রয়েছে উইলসন কৃত "Essays and Lectures on the Religions of the Hindus". 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' অক্ষয়কুমারের শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয় সর্বাংশে গ্রন্থটি বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বললেও ভুল বলা হয় না। গ্রন্থটি নির্মাণের পশ্চাতে পাশ্চাত্য ভাবনার ছায়া ও ছবি থাকলেও বিষয়বস্তুর নতুনত্বে, বিষয়বস্তুর সংযোজনা ও বৈচিত্রে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচনে এবং সর্বপোরি অক্ষয়-মনীষার গৌরবে বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও মননশীল সাহিত্য-সমালোচনার ধারাবিবরণী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটিতে নিবিষ্ট এবং আমাদের আলোচ্য 'লিঙ্গ উপাসনা ও লিঙ্গায়েত' মূলত শিব আরাধনা ও শিব উপাসনা বিষয়ক গবেষণামূলক নিবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সেই চিরাচরিত শিবলিঙ্গ পূজা-অর্চনার প্রাচীন ইতিহাস তথা আরাধনার ক্ষেত্রটি প্রতিফলিত। হিন্দু বা সনাতন মার্গ-অবলম্বীদের ধর্মাচার, ধর্মানুশীলন ও ধর্মচর্চা বিচিত্র স্রোতে প্রবাহিত। ক্ষেত্রবিশেষে দেশাচার ও লোকাচার ভেদে তাঁদের উপাসনা নানা অনুষ্ঠান ও বিচিত্র ক্রিয়াকান্ডে পরিলক্ষিত হয়। সনাতন প্রাচীনপন্থী বলেই তাঁর যত মত তত পথ। আমাদের দেশে লিঙ্গ উপাসনা বলতে শিবলিঙ্গ অর্চনা (লিঙ্গায়েত) কিংবা লিঙ্গাকৃতি শিবআরাধনা বা শিবের বিগ্রহ সংক্রান্ত পূজা-অর্চনা বুঝে থাকি। হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীদের তালিকাভুক্ত প্রধান দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তাঁদের নিজ নিজ উপাসক সম্প্রদায়ের কাছে সৃষ্টি-পালন ও সংহারকর্তা। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে,ভারতবর্ষে ব্রহ্মামন্দির দুর্লভ হলেও নারায়নের মূর্তি পূজার পাশাপাশি প্রতীকরূপী শালগ্রাম শিলার বিগ্রহ রূপে পূজা লক্ষনীয়। অথচ শিব উপাসনা ও শিব আরাধনা বলতে আমরা শিবলিঙ্গের পূজাই বুঝে থাকি। অর্থাৎ শিবের মূর্তি পূজা বিরল। শিব মন্দিরের গর্ভগৃহে বা গম্ভীরায় সর্বত্রই শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান। বাংলার গ্রাম্য মেলা অর্থাৎ শিবরাত্রি বা শিব গাজনেও এই শিবলিঙ্গ কে আমরা লক্ষ্য করি; শিবমূর্তি নয়। প্রাবন্ধিক যথার্থই বলেছেন যে, "স্বতন্ত্র একখানি বৃহৎ পুরাণ ঐ মূর্তিরই গুণ-কীর্তন উদ্দেশে বিরচিত হইয়াছে।"[১]

**উদ্দেশ্য মূলকতা তুলনামূলক অধ্যয়ন:** শিব আরাধনা প্রসঙ্গে পৌরাণিক মহিমা 'শিব পুরাণ', 'লিঙ্গ পুরাণ', 'বামন পুরাণ' এবং রামায়ণ'-এও শিবলিঙ্গ উপাসনার কথা আছে। আবার 'শ্রীকৃষ্ণ সারাবলী'-তেও বানাসুর প্রসঙ্গে আমরা শিবের প্রসঙ্গ পাই। শিব আরাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আসমুদ্রহিমাচল অর্থাৎ সর্বত্রই; সেই সুদূর কেদার বদ্রী থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই শিব মন্দিরগুলিতে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা এবং অর্চনা। শিবের স্বয়ম্ভু লিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে 'শিবসুরাণ' গ্রন্থে অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত।-

"সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্
উজ্জয়িন্যাং মহাকাল ওঙ্কারং পরমেশ্বরম্।
কেদারং হিমবভপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম।
বারানস্যায়াং বিশ্বেশং গ্র্যম্বকং গৌতমীতটে।
বৈদ্যনাখং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে
সেতুবন্ধে চ রামেশং ঘুমেশ শিবালয়ে।"

শুধুমাত্র যে শ্লোকে উল্লিখিত তা নয়, ঐতিহাসিক সূত্র অনুসারে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন যে, মামুদ নামক মুসলমান বাদশাহ গুজরাটের শিব মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মুসলিম সাধনা স্থল প্রতিষ্ঠা করেন।[২] আবার

এই শিব অর্চনা যে কত প্রাচীন তা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিনে 'মল্লিকার্জুন' নামক শিব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠায় ধরা পড়ে। ভারতবর্ষের পাশাপাশি পাশ্চাত্যে গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশে শিবলিঙ্গ অর্চনার প্রচলন ছিল তা প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন। মিশরে শিবলিঙ্গ অসিরিস্ নামে পূজিত ছিলেন। এই অসিরিস্ ও তার ভার্যা আইসিস দেবীর সঙ্গে এ দেশীয় শিব-শক্তির মিল দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা; আইসীস্ পৃথিবী রূপা।"[৩] এ বিষয়ে প্রচলিত উপাখ্যানে আছে টাইফন্ নামক দেবতা মন্ত্রণা পূর্বক অসীরিস্ কে নষ্ট করে তাঁর দেহ খন্ড খন্ড করেন। এই অশুভ সমাচার পেয়ে তার স্ত্রী আইসীস্ দেবী ওই সমস্ত খন্ডদেহ সংগ্রহ করেন। এবং তা বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করে রাখেন কিন্তু লিঙ্গদেশ না পেয়ে তাঁর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে তাঁর পূজা ও মহোৎসব প্রচলন করেন। মিশর দেশের স্থানে স্থানে 'তাও' নামে এই রূপ একটি মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। যা এ দেশীয় যোণিলিঙ্গের প্রতিরূপ।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সমালোচক উইলসন সাহেব প্রাচীন মিশরের ইতিহাস গ্রন্থ উল্লিখিত তথ্যটি প্রামানিকতায় প্রতিষ্ঠিত। প্রাবন্ধিক বান্স কেনেডি রচিত গবেষণামূলক গ্রন্থের ৪ উদ্ধৃতি ভুল প্রতিপন্ন করে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন,

"Research into the nature and affinity of Ancient and Hindoo mythology."[৪]

মিশর দেশের মতো ভারতবর্ষে শিবলিঙ্গের গ্রাম যাত্রা বা নগর পরিক্রমা প্রচলিত নেই এ কথা সারবত্তাহীন, কেননা গ্রীস দেশে যে লিঙ্গ উৎসব এর প্রচলন ছিল তার সঙ্গে গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন স্থানে গাজনে বা চড়কে দণ্ডী তথা ভক্ত-সন্ত্রাসীদের যে বীরাচারী সাধনা তার সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে।[৫] এমনকি গ্রাম-বাংলার গাজন ও চড়ক অনুষ্ঠানে বাণলিঙ্গের গ্রাম যাত্রা বা নগর যাত্রার অনুরূপ পদ্ধতি লক্ষনীয়।

বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্মে শিব-শক্তির মিলন প্রসঙ্গে বুদ্ধত্ব লাভ, বোধিসত্ব বা মুক্তি লাভের উপায় বর্ণিত যা সহজিয়া বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্মের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। চর্যাপদের সাধন পদ্ধতি এবং শিরস্থিত শিবরূপী পদ্মের (চক্রের) সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী স্থিত শক্তির মিলনই তন্ত্রসাধনার মূল কথা। শশীভূষণ দাশগুপ্তের, 'শাক্ত সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে এর তথ্যসূত্র মেলে। প্রসঙ্গত ওঙ্কার প্রসঙ্গে বা তার তাৎপর্য উল্লেখে তন্ত্রশাস্ত্র কৃত টীকাটি এই সূত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য:

"অস্য লিঙ্গাদভূমিজমকারং বীজিনঃ প্রভৌ
উকারযোণী বৈ ক্ষিপ্তমবর্দ্ধত সমন্ততঃ। (লিঙ্গপুরাণ, সপ্তদশ অধ্যায়)

বীজি স্বরূপ মহেশ্বরের লিঙ্গ হইতে অ-কার স্বরূপ বীজ উৎপন্ন হল, এবং তা উ-কার স্বরূপ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে চতুর্দিকে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এইমতে শিবলিঙ্গ বোধক মূর্তি ও শক্তি বোধক যোনি মূর্তি--- শিব ও শক্তির সমন্বয় সাধনাই, শিব আরাধনার মূল কথা। লিঙ্গ পুরাণের সপ্তদশ অধ্যায় আছে "প্রধানং লিঙ্গমাথাভং লিঙ্গী চ পরমেশ্বরঃ" মহেশ্বরকে লিঙ্গী ও তাঁর প্রকৃতি অর্থাৎ সৃজনশক্তি কে এই গ্রন্থে লিঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উল্লেখ্য লিঙ্গপুরাণ- এ শিবলিঙ্গ বিষয়ক অনেকগুলি অদ্ভুত উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। 'বামনপুরাণ' অনুসারে 'লিঙ্গউৎপত্তি' প্রকরণ বলে, ব্রহ্মা শিবলিঙ্গ ধারণ করে আরাধনা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে শিব আরাধনা করেন এবং চার প্রকার শৈব সম্প্রদায় তৈরি করেন। এই সম্প্রদায়গুলি হল শৈব, পাশুপভ, কালবদন ও কপাল। প্রাবন্ধিক অক্ষয় কুমার দত্ত 'শংকর দ্বিগ্বিজয়' গ্রন্থের

উল্লেখে বলেছেন যে, শঙ্করাচার্যের সময়কালে ছয়প্রকার শৈব-সম্প্রদায় ছিল অর্থাৎ পুরাণ কথিত কালবদন ও কসালী আচার্য শঙ্কর কথিত ভক্ত ও জঙ্গম।

প্রাবন্ধিক এর মত অনুসারে, প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যভেদে লিঙ্গ দুই প্রকার- অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। 'প্রাণতোষিণী' গ্রন্থে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ও বাণ লিঙ্গকে অকৃত্রিম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এই শিবলিঙ্গ গুলি মনুষ্যনির্মিত নয় এবং এঁদের মূল দেখতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ মনুষ্য দ্বারা স্থাপিত নয়। উক্ত গ্রন্থের মতে, "যে সকল লিঙ্গ নানা ছিদ্রযুক্ত ও নানা বর্ণ বিশিষ্ট এবং যাহার অঙ্গ কর্কশ এবং যাহার মূল দৃষ্ট হয় না, তাহারাই স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। ('প্রাণভোষিনী') ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাচীন শিব মন্দির গুলিতে এই লিঙ্গের অধিষ্ঠান। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এগুলি তীর্থক্ষেত্র; দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্বরূপ। 'শিবপুরাণ' ও 'স্কন্দপুরাণ'-এ উক্ত, কাশীখন্ড রচনার পূর্বে বিদ্যমান এই লিঙ্গ গুলি উল্লেখিত ও নির্দেশিত। আবার নর্মদা নদীর তীরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড পাওয়া যায় তা বাণলিঙ্গ। পুরাণ মতে বাণরাজা কর্তৃক পূজিত বলেই এরূপ নামকরণ। বাণরাজা প্রবর্তিত এই বাণলিঙ্গ পূজা প্রসঙ্গেও শিব আরাধনা ও শিব স্থাপনের কথা শোনা যায়। প্রসঙ্গত 'শব্দকল্পদ্রুম' গ্রন্থধৃত বচনটির কথা স্মরণীয়:

"পুরা বাণাসুরেণাহং প্রার্থিতো নর্মদাভটে।
আবিরাসং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বর:"
বাণলিঙ্গমসি খ্যাতমতৌহর্থাজ্জগতীতলে।"

এই বাণলিঙ্গ বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অনুসারে বিভিন্ন নামে পরিচিত যথা 'আগ্নেয় লিঙ্গ', 'যাম্য লিঙ্গ', 'বারুনালিঙ্গ', 'বায়ুলিঙ্গ', 'কুবেরলিঙ্গ', 'বৈষ্ণব লিঙ্গ' প্রভৃতি।

আবার 'বীর মিত্রোদয়' গ্রন্থ অনুসারে স্বয়ং সদাশিবের নাম হল বাণ। খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর অনেক গ্রন্থে লিঙ্গরূপী মহাদেবের অর্চনায় দ্বাদশ লিঙ্গের বর্ণনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ উল্লেখিত সময়ের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে লিঙ্গ উপাসনা প্রচলিত ছিল তার একটি ধারণা পাওয়া যায়। আর মনুষ্য কর্তৃক দ্রব্য বিশেষ দ্বারা নির্মিত লিঙ্গগুলি কৃত্রিম লিঙ্গ রূপে অভিহিত। অর্থাৎ স্বর্ণ, রজত, কাংস্য, সিতল, পারদ, তাম্র, স্ফটিক, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন, ঘৃত, দধি, কেশ, অস্থি ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতু দ্বারা এই লিঙ্গ গুলি নির্মিত হতে পারে।

প্রাচ্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্যেও অসীরিস নামক লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে, মিশর দেশে অসীরিস নামক প্রধান দেবের লিঙ্গ পূজার প্রচলনের কথা।[৬] অসীরিস্ ও তাঁর স্ত্রী আইসীস্ দেবীর সঙ্গে শিব ও শক্তির ঐক্য দেখা যায়। তন্ত্র মতে ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস্ দেবীও তেমনি পৃথিবীরূপা। শিব যেমন সংহারকর্তা, অসীরিস্ দেবতাও সেরকম প্রাণ-সংহারক। শিবের বাহন বৃষের মত অসীরিস প্রসঙ্গে এসিস নামক বৃষের উল্লেখ আছে। কাশীধাম যেমন মহাদেবের প্রধান তীর্থ; মেম্ফিস নগর সেইরূপ অসীরিসের মাহাত্ম্য ভূমি। দুধ যেমন শিবের অভিষেকের প্রধান সামগ্রী, ফিলিদ্বীপে অসীরিস্ দেবীর পীঠস্থানেও দুগ্ধ নিবেদিত হয়। কেবলমাত্র ভিন্নতার দিকগুলি হল- শিব শ্বেতবর্ণ, অসীরিস্ কৃষ্ণবর্ণ। অবশ্য উভয়েরই শিরোভূষণ সর্প।

ভারতবর্ষে শিব-লিঙ্গ পূজার মত মিশরে অসীরিস্ দেবের লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিকের অভিমতটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়-

> "ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের সৃজন শক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মিশর-দেশীয় ইতিহাসবিদ পণ্ডিতেরা অসীরিস দেবের লিঙ্গ-পুজার বিষয়েও অবিকল সেইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।"[৭]

প্লুটার্ক লিখিত অসীরিস্ ও আইসীস দেবীর বৃত্তান্ত এবং উইলকিন্স সাহেব কৃত 'প্রাচীন মিশরলোকের ইতিহাস' এ প্রসঙ্গে প্রামানিক তথ্যসূত্র। অবশ্য বান্স কেনেডি আপত্তি তুলেছেন যে, উভয় দেশে লিঙ্গপূজার প্রচলন থাকলেও; প্রকরণ সদৃশ বা সমধর্মী নয়। প্রসঙ্গত এদেশীয় ও মিশর দেশীয় লিঙ্গপূজার কিছু ভিন্নতা বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। মিশর দেশে গ্রাম যাত্রা বা নগর যাত্রার প্রচলন আছে যা ভারতবর্ষে নেই। অসীরিসের লিঙ্গ পূজায় প্রকাশ্যে মদ্যপান প্রচলিত আছে যা এ দেশে নেই। কিন্তু এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক সহমত পোষণ করেননি; এই কারণে যে, আমাদের দেশের চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন মেলায় বানেশ্বর যাত্রা প্রসঙ্গে এদেশের কিছু কিছু স্থানে এবং তা বেশ কিছু ক্ষেত্রে কিম্বা বীরাচারীদের সাধনায় মদ্যপানের প্রচলন ও মদ্যপানের কিছু দৃষ্টান্ত আমাদের নজর এড়ায় না। গ্রীস দেশের বিভিন্ন স্থানে লিঙ্গ উৎসবের আয়োজনের কথা শুনি।[৮] সেখানে বহুবিধ মন্দিরে লিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং লিঙ্গ মূর্তি নিয়ে লিঙ্গ উৎসবের আয়োজন হত। ফেলিফোরিয়ায় বেকস্ দেবের মহোৎসব, চর্ম পরিধান, মসি লেপন পূর্বক নৃত্য সমারোহ সুদীর্ঘ কাষ্ঠ খন্ডে চর্ম লিঙ্গ বন্ধন করে পরিভ্রমণের কথা প্রবন্ধে উল্লেখিত। কোন কোন পুরাবৃত্তবিতপন্ডিত সমালোচকের মতামত অনুসারে পূর্বে খ্রিস্টানদের মধ্যেও লিঙ্গ পুজার প্রচলন ছিলএবং ইটালি দেশীয় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো যে তা সমানভাবে প্রচলিত উইলকিন্স এঁর গ্রন্থের উল্লেখে প্রাবন্ধিক তা স্বীকার করেছেন।[৯] এ প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য আমাদের নজর কাড়ে- "This Last Lingering Relic of a very ancient rite

---Phallic, Lingaie or lonian, as one may be differently disposed to view it---in Christendom, has been thought to deserve a separate and somewhat lengthy dissertation. I have compiled such a one from sources not mentionable with a running commentary showing its close correspondence with existing Hindu Rites." --- Moors Oriental Fragments, p. 147.

বেবিলনের প্রায় ৩০০ ফুট বিশিষ্ট দীর্ঘ পিতল দ্বারা নির্মিত যে শিবলিঙ্গটি আছে তা যে ভারতবর্ষের শিবলিঙ্গের অবিকল প্রতিরূপ একথাও প্রবন্ধে উল্লেখিত।

ভারতবর্ষের দক্ষিণখন্ড শিবলিঙ্গ উপাসনার সুপ্রাচীন। এখানের লিঙ্গ উপাসক সম্প্রদায় লিঙ্গায়েত, লিঙ্গবন্ত ও জঙ্গম। জঙ্গম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বাসব।[১০] ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জৈন ধর্মের প্রাদুর্ভাবে যখন সনাতন ধর্মের সংকট, ঠিক সেই সময় শিব আরাধনার উদ্দেশ্যে লিঙ্গ পুজার প্রবর্তনের কথা শোনা যায়। মহারাষ্ট্রের বেলগামের শৈব ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। বাসব পুরাণে বর্ণিত শিব বাহন বৃষ নন্দীর অবতার রূপে বর্ণিত। আসলে বৃষ কে দক্ষিণাত্যে নন্দী বলে। কাশীর কেদারনাথের ভক্ত-পান্ডারা জঙ্গম। এঁদের বসবাস স্থল হল জঙ্গমবারী। ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে প্রবর্তিত এই জঙ্গম সম্প্রদায় মহারাষ্ট্র, গুজরাট তামিল, তেলেগু প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অবশ্য একমাত্র কেদারনাথ ব্যতীত এঁরা উত্তরাপথে বিরল। দাক্ষিণাত্যের নানান আঞ্চলিক ভাষা যথা তেলেগু, কন্নড় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত গ্রন্থে জঙ্গম সম্প্রদায়ের গুণকীর্তন আছে। মেকিঞ্জী সাহেব এই অঞ্চল থেকেই 'বাসবেশ্বর পুরাণ', 'পন্ডিতারাধ্য চরিত্র', 'বাম্বনা পুরাণ', 'চেন্নবাসব পুরাণ', 'প্রভূলিঙ্গলীলা' প্রভৃতি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিম-উত্তর

প্রদেশে, এ দেশীয় ভাষায় ব্যাস রচিত 'বেদান্ত সূত্র' এর নীলকণ্ঠ রচিত ভাষ্যই জঙ্গম সম্প্রদায় বিশেষের শিবচর্চার প্রামাণিক গ্রন্থ। পাশ্চাত্য অর্থাৎ মাইসোর প্রদেশে লিঙ্গায়েৎ ও জঙ্গম নামক উপাসক সম্প্রদায় দ্বারা শিবলিঙ্গ অর্চনার কথা বকানন প্রনীত 'মিশর দেশের বৃত্তান্ত' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে উল্লেখিত। [১১]

**উপসংহার:** ভারতবর্ষ যুগ যুগ বাহিত ভারতীয় সাধনা ও প্রাচীন সংস্কৃতির বেদীপীঠ। আলোচ্য প্রবন্ধে ভারতবর্ষের চিরায়ত এই প্রাচীন ও সনাতন ধর্ম শাস্ত্রের ধারাবিবরণীরই ধারাপাত। আসমুদ্রহিমাচল স্থানভেদে ও আচার ভেদে ধর্মীয় অনুশীলনে বিভেদ পরিলক্ষিত হলেও সমগ্র আর্যাবর্তে সেই একই সাধনার ধারা ও বাণী ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও তাই। পাশাপাশি প্রতিবেশী বিদেশি ও বিজাতীয় দেশগুলির ধর্ম সাধনা ও সংস্কৃতির মিলন মেলায় ভারততীর্থের যুগল মন্ত্র উচ্চারিত। এই সাধনা ও আরাধনার বাণী ভারতবর্ষের সংস্কৃতি পরিচায়ক। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কৃত সেই দিকগুলির সবিস্তার ও বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত। ইংরেজ কবি শেলীর ভারতবর্ষ সম্পর্কে উপলব্ধ এবং উচ্চারিত সত্য এদেশের সহিষ্ণুতা ও মানবতার দিকটিকে তুলে ধরে। ---

"The wandering airs they faint
On the dark, the silent stream----
The Champak odours fail
Like sweet thoughts in a dream;
The Nightingale's complaint,
It dies upon her heart;
As I must on thline
Oh, beloved as thou art!"

ভারতীয় সাধনার পরাকাষ্ঠা এখানেই। আর বিভেদে ও মতভেদে বিচিত্রতার মাঝখানেও মহামিলনের যুগল স্বর, স্বরগ্রামের বহুধা ব্যাপ্তি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যুগল সম্মিলনও।

**প্রস্তাবিত বিষয় তথা সমস্যার বিবরণ:** আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বদেশ ও বিদেশে শিব আরাধনা ও শিবলিঙ্গ চর্চার একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন। উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষে প্রাচীন সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে পৌরাণিক মহিমা সম্পন্ন দেবদেবীদের উপাসনা ক্ষেত্র ও পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ লক্ষণীয় মতভেদ বা বিভেদ পরিলক্ষিত হয়। শিব আরাধনার ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ অর্চনাই প্রধান অর্চনা; অন্যান্য দেবদেবীদের পূজা উপাসনার ক্ষেত্রে মূর্তি বা বিগ্রহ (শালগ্রাম) কদাচিৎ দৃষ্ট। অর্থাৎ এদেশে বিষ্ণু ভগবানের মন্দিরে মূর্তি পূজা হয় আবার শিলারূপী নারায়ণ পূজাও দুর্লভ নয়। কিন্তু শিব উপাসনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আসমুদ্রহিমাচল সর্বত্রই শিব মন্দিরে লিঙ্গ অর্চনা কোথাও মূর্তি আরাধনা লক্ষ্য করা যায় না। শুধুমাত্র এই দেশেই নয় স্বদেশের পাশাপাশি বিদেশেও কোন কোন স্থানে লিঙ্গ পূজার প্রকরণ ও প্রচলন দেখি। পাশ্চাত্যের একাধিক পন্ডিত-সমালোচকদের তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিবলিঙ্গ অর্চনার বিষয়টি প্রামানিকতায় প্রতিষ্ঠিত। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করতে পারি, উইলসন, কেনেডি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সমালোচকদের গবেষণাধর্মী দৃষ্টিকোণ। শিবলিঙ্গ ও শিব চর্চা প্রসঙ্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এই তুলনামূলক অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রয়াসী।

**তথ্যসূত্র:**

১। অক্ষয় কুমার দত্ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৭।
২। ওই, পৃষ্ঠা-১৫১।
৩। উইলকিংসন, 'প্রাচীন মিশর দেশের ইতিহাস', দ্রষ্টব্য 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় পৃষ্ঠা-১৫৯।
৪। বান্স কেনেডি, Research into the nature and affinity of Ancient and Hindoo mythology, দ্রষ্টব্য, অক্ষয় কুমার দত্ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' পৃষ্ঠা-১৬০।
৫। ওই,পৃ.১৬৫
৬। দ্রষ্টব্য, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' পৃষ্ঠা-১৬৭।
৭। প্লন্টার্ক, 'অসীরিস্ ও আইসীস্ দেবীর দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৫৯।
৮। G.A.st.John's 'History of the mannars and Customs of ancient Greece, vol.1,p.411.
৯। The journal of the royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol. 1, p.p91 and 92.
১০। Willkingson, Vol.-2, p.283.
১১। 'Indian serenade', P.B.Shelley.collected poems, London, 1970.